প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিট
৮

ভূমিকা

একটি সুস্থ শিশু সবারই কাম্য। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু শিশু জন্ম নেয়, যারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো নয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কেউ কানে শোনে না, কেউ চোখে দেখে না, কারো আচরণ বা দেহের গঠন স্বাভাবিক নয়। এদের গড়ে তুলতে বিশেষ ব্যবস্থা বা সেবার প্রয়োজন হয়। মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যরা যাতে শিশুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে চাহিদাগুলো ঠিক মতো পূরণ করতে পারে, যাতে শিশুটি সমাজের একজন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এজন্য আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১ : প্রতিবন্ধী শিশুর ধারণা
পাঠ- ৮.২ : প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ
পাঠ- ৮.৩ : প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব

পাঠ-৮.১ প্রতিবন্ধী শিশুর ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রতিবন্ধী শিশু কারা তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধী শিশুর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধীতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী শিশু

যেসব শিশুর শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক যোগ্যতা, সংবেদীয় ক্ষমতা, সামাজিক ও ভাববিনিময় দক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম থাকে, তাদের প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়। যাদের দেহের কোনো অঙ্গ যেমন- হাত-পা নেই, দৈহিক গঠন অস্বাভাবিক, চোখে দেখে না বা কানে শোনে না, বুদ্ধিমত্তা কম-এরাই প্রতিবন্ধী শিশু।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। এরা আমাদের সমাজেরই অন্যতম। প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাদের প্রতি সবার ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুটিও নিজেকে সবার থেকে আলাদা বা অসহায় মনে করবে না।

প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রেণিবিভাগ: প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী
খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
গ) শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী
ঘ) বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধী
ঙ) বহু প্রতিবন্ধী

(ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী

যেসব শিশু স্বাভাবিক মানুষের মতো শারীরিক কর্মকান্ড, চলাফেরা, শরীরের অঙ্গ ব্যবহার বা সঞ্চালন করতে পারে না, তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

শ্রেণিবিভাগ: আক্রান্ত অঙ্গ বা কারণ বিবেচনা করে শারীরিক প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিভাগ–

১। স্নায়ুবিক ক্ষতির শারীরিক প্রতিবন্ধী
২। অস্থি ও পেশির ক্ষতিজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধী
৩। জন্মগত ত্রুটিজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধী
৪। দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধী।

(খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

যারা চোখে খুব সামান্য দেখে বা এক চোখে দেখতে পায় না বা দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়, তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হয়। যেমন- অনেকে আলো আঁধারের পার্থক্য বুঝতে পারে, কিন্তু কোনো বস্তুর আকার বুঝতে পারে না। আবার অনেকে বড় আকৃতির বস্তু দেখতে পায়, কিন্তু ছোট জিনিস দেখতে পায় না।

শ্রেণিবিভাগ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দৃষ্টিক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিকরণ করেছে। যেমন-

১। আংশিক বা মৃদু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
২। মধ্যম মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
৩। গুরুতর মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
৪। প্রায় অন্ধ মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
৫। সম্পূর্ণ অন্ধ মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

(গ) শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী

যারা শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে বা না করে কেবল কানের সাহায্যে অন্যের কথা শুনতে পায় না, তাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলা হয়। শ্রবণ ক্ষমতা মাপার একককে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডেসিবল (dB) বলা হয়। স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতা ০-২৬ ডেসিবল।

শ্রেণিবিভাগ: নিচে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিভাগ দেয়া হলো। যেমন-

১। মৃদু মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী - ২৭-৪০ ডেসিবল
২। মধ্যম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী - ৪১-৫৫ ডেসিবল
৩। মধ্যম গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী - ৫৬-৭০ ডেসিবল
৪। গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী - ৭১-৯০ ডেসিবল
৫। চরম মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী - ৯০ ডেসিবল বা তার ঊর্ধ্বে

(ঘ) বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধী

যেসব শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা, বুদ্ধি বিকাশে ধীরগতি, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা, গড় বুদ্ধির চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কম বুদ্ধি, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্য বিধানের অভাব রয়েছে তাদের বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধী বলা হয়। সাধারণ মানুষের গড় বুদ্ধ্যাংক ৮০-১০০।

১। মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধী - ৭০-৫০ বুদ্ধ্যাংক
২। মধ্য মাত্রার প্রতিবন্ধী - ৪৯-৩৫ বুদ্ধ্যাংক
৩। গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী - ৩৪-২০ বুদ্ধ্যাংক
৪। চরম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী - ২০ এর নিচে বুদ্ধ্যাংক

(ঙ) বহু প্রতিবন্ধী

কিছু কিছু শিশুর একাধিক প্রতিবন্ধীতা থাকতে পারে, তাদের বহু প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়। যেমন- মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক, দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা থাকতে পারে।

প্রতিবন্ধীতার কারণ

বিভিন্ন কারণে একটি শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমন–

১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ।
২। শিশু জন্মের সময়ের কারণ।
৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণ।

১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ

- **মায়ের রোগসমূহ:** গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মা যদি জার্মান হাম, চিকেন পক্স, মাম্পস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, রুবেলা ভাইরাস, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **মায়ের অপুষ্টি:** গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্তস্বল্পতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান, তবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **ঔষধ গ্রহণ:** গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ, অনেক ঔষধ ভ্রূণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে শিশু যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধীতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।
- **মায়ের বয়স:** গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিণত বয়সে মায়ের প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আবার বেশি বয়সে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যাবলি হ্রাস পায়। তাই ১৮ বছরের পূর্বে বা ৩৫ বছরের পর যেসব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সেসব শিশু প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনা থাকে।

- **ঘন ঘন খিঁচুনি:** গর্ভাবস্থায় মা যদি ঘন ঘন খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটায় মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ:** রক্তের সম্পর্কের মামাত, খালাত, ফুফাত, চাচাত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হলে শিশু প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনা থাকে।
- **তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ:** গর্ভাবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাস এক্সরে বা অন্য কোনোভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে তবে ভ্রূণের নার্ভতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবার ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- **মা বাবার রক্তের Rh উপাদান:** মা যদি Rh পজেটিভ, বাবা যদি Rh নেগেটিভ হয় তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের Rh পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে যদি মিল না থাকে তবে তাকে Rh অসংগতি বলা হয়। এতে মৃত সন্তান হয় বা শিশু বেঁচে থাকলে পক্ষাঘাতগ্রস্থ অথবা মস্তিষ্কের ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে।

২। শিশু জন্মের সময়ের কারণসমূহ

- শিশু জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হলে, শিশুর গলায় নাড়ি প্যাঁচানোর কারণে বা শিশু জন্মের পরপরই শ্বাস নিতে অক্ষম হলে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
- জন্মের সময় মস্তিষ্কের কোনো আঘাত, যেমন- পড়ে যাওয়া, বা মাথায় চাপ লাগা ইত্যাদি প্রতিবন্ধীতার কারণ হতে পারে।

৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণসমূহ

- নবজাতক যদি জন্ডিসে আক্রান্ত হয় এবং রক্তে যদি বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে মস্তিষ্কে কোষের ক্ষতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- শৈশবে শিশু যদি হঠাৎ করে পড়ে যায়, মস্তিষ্কে আঘাত পায় বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, তবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনা থাকে।
- পরিবেশের বিষাক্ত পদার্থ, যেমন- পোকামাকড় ধ্বংস করার রাসায়নিক পদার্থ, ফ্লোরাইড, আর্সেনিকমিশ্রিত পানি ইত্যাদি শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের অভাব হলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধীতার তালিকা প্রস্তুত করুন। ২। জন্মপূর্ববতী প্রতিবন্ধী প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

সারাংশ

সমাজের অধিকাংশ শিশুর যোগ্যতা একটি গড় মানের হয়ে থাকে। কিছু কিছু শিশুর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য সমবয়সীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিন্ন হতে দেখা যায়। এদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিশেষ সেবা, শিক্ষা ও বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রতিবন্ধীতা কত ধরনের হয়?

ক) ৩ ধরনের খ) ২ ধরনের

গ) ৫ ধরনের ঘ) ৮ ধরনের

২। মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি ভ্রূণ শিশুকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে?

ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা খ) সাধারণ জ্বর

গ) বাত জ্বর ঘ) চিকেন পক্স

পাঠ-৮.২ প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রতিবন্ধী শিশুদের শনাক্তকরণ করতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধীদের প্রতিরোধকল্পে করণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ/চিহ্নিতকরণ

শিশু জন্মগ্রহণের পর পরই যদি প্রতিবন্ধীতা শনাক্ত করা যায় তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীতা হ্রাস করা সম্ভব অথবা মারাত্মক সমস্যা থেকে শিশুকে রক্ষা করা যায়। যেমন- জন্মগ্রহণের পরই যদি বোঝা যায় শিশুর হাত বা পা বাঁকা তবে অনেক সময় ব্যান্ডেজ বা সামান্য ব্যায়ামের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। দেরি হয়ে গেলে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় যা কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল।

১। শারীরিক প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ

বেশিরভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধীতা শিশু জন্মের পর চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধীতা শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে প্রকাশ পায়।

ঠোঁট কাটা: উপরের ঠোঁট ঠিকমতো গঠিত হয় না। ঠোঁটে ফাঁকা থাকে। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণে ও কথা বলতে সমস্যা হয়।

তালু কাটা: মুখের ভিতরের ওপরের তালুর হাড় ও মাংসপেশি যথাযথভাবে গঠিত না হওয়ায় ফাঁকা অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণ, কথা বলা এবং কানে শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

চিত্র- ৮.২.১: ঠোঁট কাটা, তালু কাটা ও মুগুর পা

মুগুর পা: পায়ের গোড়ালি সঠিকভাবে গঠিত না হয়ে কোনো একদিকে বেঁকে যেতে পারে।

স্পাইনা বিফিটা: মেরুদন্ডের হাড় (কশেরুকা) ঠিকমতো জোড়া লাগে না। ফলে মেরুরজ্জু পিঠের দিকে থলির মতো ফুলে ওঠে। এতে হাঁটাচলার সমস্যা হয়।

সেরেব্রাল পলসি: জন্মের সময় শিশুকে অনেক সময় শিথিল বা নেতানো মনে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য শিশুদের মতো হাত-পা নাড়তে পারে না। মাথা তোলা, বসা ইত্যাদি খুব ধীর গতিতে হয়। দুধ চুষতে ও গিলতে অসুবিধা হয়।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা গঠন বিকৃতি: শিশু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ হাত-পা, আঙ্গুল থাকে না বা গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। দেহের গঠনও বিকৃত হতে পারে।

দুর্ঘটনাজনিত অঙ্গহানি: সড়ক দুর্ঘটনা, খেলার সময় দুর্ঘটনা, আগুনে পুড়ে কিংবা কোনো রোগের কারণে শারীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বা কেটে বাদ দিতে হতে পারে।

২। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ

দর্শনীয় কিছু লক্ষণ ও আচরণ দেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিতকরণ করা যায়। যেমন-

দর্শনীয় লক্ষণসমূহ–

i) চোখের পাতা লাল হওয়া।
ii) চোখের পাতার কোণায় শুষ্ক আস্তরণ।
iii) প্রায়ই চোখ ফুলে যাওয়া।
iv) চোখ থেকে প্রায়ই তরল পদার্থ নিঃসরণ হওয়া।
v) বক্রদৃষ্টি।
vi) চোখের দ্রুত নড়াচড়া।
vii) চোখের পাতা ঝুলে পড়া ইত্যাদি।

আচরণগত লক্ষণসমূহ–

i) ঘন ঘন চোখ রগড়ানো।
ii) কোনো একটি চোখ বন্ধ বা ঢেকে রাখা।
iii) অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা।
iv) পড়া বা অন্য কাজে সমস্যা হয় এবং চোখের কাছে নিয়ে দেখা।
v) চোখ কুঁচকানো, মাথা বাঁকানো।
vi) চোখ ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি।
vii) দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া।
viii) কোনো বর্ণ বা শব্দ উল্টো দেখা।
ix) বর্ণ চিনতে ভুল করা ইত্যাদি।

৩। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ

কোনো মানুষের মধ্যে নিচের সমস্যাগুলো থাকলে তাকে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী বলে অনুমান করা যেতে পারে। যেমন–

i) কানের গঠনগত ত্রুটি বা বিকৃতি থাকলে, কান পাকা রোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকা।
ii) উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা বা উচ্চারণ এড়িয়ে যাওয়া।
iii) শ্রেণি কার্যক্রমে অমনোযোগিতা, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ গ্রহণে সমস্যা হলে।
iv) রেডিও, টিভি শোনার সময় অতি উঁচু ভলিউমে শোনা বা কাছে গিয়ে বসা।
v) কোনো প্রশ্ন বারবার করা বা এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেয়া।
vi) জন্মের পরে কথা বলার বয়সে কথা না বলে হাত এবং মুখ ভঙ্গিমার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করা।

৪। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে সাধারণভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায়। যেমন-

i) শিশুর হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো বয়সের তুলনায় কম হয়।
ii) কোনো বিষয়ে শিশু মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
iii) কোনো নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না, একই নির্দেশনা বার বার দিতে হয়।
iv) শিশু কোনো শিক্ষণ, এমনকি মলমূত্র ত্যাগের শিক্ষণও সহজে গ্রহণ করতে পারে না।
v) সূক্ষ্ম কোনো কাজ করতে পারে না।
vi) অবাঞ্ছিত আচরণ করে।
vii) সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না। সামাজিক আচরণ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারে না।
viii) ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যায় বা খিঁচুনি হয়।

এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার সাথে সম্পর্কিত কিছু রোগ রয়েছে যা দেখে সহজে শনাক্ত করা যায়। যেমন–

ক) **মাইক্রোসেফালি:** মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট, এরা গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
খ) **হাইড্রোসেফালি:** মাথার ভিতরে তরল পদার্থ জমে থাকে, ফলে মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক বড় হয়।
গ) **ডাউন সিনড্রোম:** মুখোমন্ডল গোলাকার, তীর্যক চোখ, চোখের পাতা পুরু হয়। জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে। হাত, পা ও ঘাড় খাটো হয়। উপুর হওয়া, বসা, হাঁটা দেরি হয়।
ঘ) **ক্রিটিনিজম:** শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিলম্ব হয়। শিশুর দেহে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কম হয়। ফলে শিশু খুব ধীরে বেড়ে ওঠে, কপাল ছোট, মুখমন্ডল ও হাত-পা ফোলা ইত্যাদি।

৫। বহু প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ

শারীরিক, বুদ্ধি, শ্রবণ, দৃষ্টি ইত্যাদি প্রতিবন্ধীতার মধ্যে দুই বা ততোধিক প্রতিবন্ধীতা একসাথে থাকতে পারে।

প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ

১। **গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণঃ** গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টিকর খাবার না খেলে অনেক ক্ষেত্রে শিশু পরিপূর্ণ সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করে অথবা শিশু কম ওজনের হয়। এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ শিশুর মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ করে।

২। **ঔষধ গ্রহণে সতর্কতাঃ** গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ এবং মাদক, সিগারেট থেকে বিরত থাকলে কিছু কিছু জন্মত্রুটি ও মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩। **প্রতিষেধক টিকা গ্রহণঃ** গর্ভধারণের আগে রুবেলা ভাইরাস বা জার্মান হাম ও টি.টি টিকা নিতে হবে।

৪। **শিশু কিশোরকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার দেয়াঃ** দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ করতে শিশুদেরকে গাঢ় সবুজ ও হলুদ রং এর শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়াতে হবে। জন্মের পরই মায়ের শাল দুধ পান করাতে হবে। কারণ, এ দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। **স্বাস্থ্যকর পরিবেশঃ** স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

৬। **বেশি বয়সে গর্ভধারণ না করাঃ** বেশি বয়সে সন্তান ধারণে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৭। **রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ রোধঃ** রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে হবে।

৮। **আঘাত ও সংক্রামক রোগে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণঃ** যেকোনো আঘাত ও রোগ সংক্রমণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। **রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতাঃ** বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

১০। **বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশঃ** দেশের শ্রম আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অঙ্গহানি, দৃষ্টিহানি ঘটে। মেরুদন্ডে বা মাথায় আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধীতার শিকার হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ধান ছিটে চোখে আঘাত পেয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। এসব বিপজ্জনক শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ লক্ষণসমূহ চার্টের মধ্যমে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

প্রতিবন্ধী শিশু পরিবার বা সমাজ কারোরই কাম্য নয়। প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করলে যত দ্রুত সম্ভব তাকে শনাক্ত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে যেন পরিবার বা সমাজের বোঝা না হয়ে থাকে- এটাই আমাদের কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর কী সমস্যা থাকে?

ক) বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা
খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা
গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা
ঘ) শারীরিক প্রতিবন্ধীতা

২। প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধে করণীয় কী?

i. গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ
ii. প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ
iii. রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৩ প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- একটি প্রতিবন্ধী শিশুকে পরিবার কীভাবে গ্রহণ করা উচিত তা বলতে পারবেন;
- প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি সমাজের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পৃথিবীর সব শিশু সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। পরিবেশ, বংশগতি ও দুর্ঘটানাজনিত কারণে শিশুদের আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুর প্রতিভার বিকাশ ও সুষ্ঠু আচরণ বিকাশের দায়িত্ব সমাজের সবার। নিচে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের সাথে সাথে চিহ্নিত করা ও বিশেষ সেবা প্রদান করা।

২। প্রতিবন্ধী শিশুকে মেনে নেওয়া, স্বাভাবিক শিশুর মতো ভালোবাসা ও যত্ন দেওয়া।

৩। শিশুকে আত্মপরিচর্যামূলক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান, যাতে সে স্বনির্ভরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

৪। প্রতিটি এলাকায় শিশুর জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যাতে তারা মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

৫। প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষা প্রদানের পিতামাতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। এতে শিশুর সাথে পিতামাতার মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে শিশুর বিকাশ, শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকর এবং ত্বরান্বিত হয়।

৬। প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে অন্য ভাইবোনদের সুসম্পর্ক রক্ষা করা। এতে প্রতিবন্ধী শিশুটির দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। সে সবার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে।

৭। প্রতিবন্ধী শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আবেগ অনুভূতি ও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এটি তার পিতামাতাকে বুঝতে হবে এবং শিশুটির তার নিজের প্রতি কীরূপ অনুভূতি সেটা বিবেচনা করে তার বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করা। সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি স্বাভাবিক শিশুদের ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল মনোভাব গঠন করা। টেলিভিশন, পত্রিকা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে তাদেরকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা।

৯। শিশু প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী গৃহভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০। যেসব প্রতিবন্ধী শিশু তাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসে, তাদের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

১১। শিশুকে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে, বিনোদনমূলক কেন্দ্রে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

১২। পরিবহন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের জন্য যে বিশেষ সুবিধা আছে, সে সুযোগ গ্রহণ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দয়িত্বসমূহ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধীতা মেনে নিয়ে শিশুকে গ্রহণ করতে পারলে তা পরিবার ও শিশুর জন্য মঙ্গলজনক হয়। পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রতিবন্ধী শিশুর উন্নতির জন্য যাতে সহায়ক হয় সে বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার ও তাদের বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষিত করার জন্য কী করা যেতে পারে?

ক) তাদের জন্য বাড়িতে পড়ানোর ব্যবস্থা করা
খ) সাধারণ বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা
গ) কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া
ঘ) ঘরে বসে টিভি দেখানো

২। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হলে কী করা উচিত?

ক) সাথে সাথে চিহ্নিত করে বিশেষ সেবা প্রদান
খ) শিশুটি প্রতিবন্ধী জেনেও ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া
গ) তাকে এতিমখানায় পাঠিয়ে দেওয়া
ঘ) কাউকে জানতে না দিয়ে ঘরে লুকিয়ে রাখা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাসেলের বয়স ৪ বছর। গত বছর তার প্রচন্ড জ্বর হয়। শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মা বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। রাসেলের জ্ঞান ফিরলে দেখা গেল তার কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তার তাকে চিকিৎসা দিলেন কিন্তু বলে দিলেন যে, তার কথা বলার সমস্যা থেকে যাবে। রাসেলের পরবর্তীতে ট্যারা দৃষ্টি এবং হাঁটা, চলার বিকাশ দেরিতে হয়েছিল।

ক) প্রতিবন্ধী শিশু কাকে বলে?
খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার লক্ষণ কী?
গ) রাসেলের প্রতিবন্ধীতা কোন শ্রেণির - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) রাসেলের প্রতিবন্ধীতা কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব – বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শারীরিক প্রতিবন্ধী কাকে বলে?
২। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করুন?
৩। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করুন।
৪। শ্রবণ প্রতিবন্ধীতার শ্রেণিবিভাগ ও লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। খ ২। ক